শিবশক্তি

রলিক পিক্‌চার্স লিঃ এর

বিমল মল্লিক প্রোডাকসন্সের প্রথ

শিব-শক্তি

কাহিনী ও সংলাপ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অতিরিক্ত সংলাপ ও গীতিকার—সৌম্যেন সান্যাল

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী : বিভূতি চক্রবর্ত্তী

শব্দযন্ত্রী : নৃপেন পাল

স্থিরচিত্র : কমল মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপক : দ্বিজেন ভৌমিক

দৃশ্য-সংগঠন : সত্যেন রায়চৌধুরী

পটশিল্পী : রামচন্দ্র

সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শৈলেন দত্ত, সৌম্যেন সান্যাল, দীদার

আলোকচিত্রে : বীরেন ভট্টাচার্য্য, দিব্যেন্দু রায়চৌধুরী

শব্দযন্ত্রে : শশাংক বসু, বলরাম বারুই

সম্পাদনায় : শৈলেন দত্ত

আলোক নিয়ন্ত্রণে : গোপাল কুণ্ডু, জগন্নাথ ঘোষ, শৈলেন দত্ত, সত্যেন দাস

ভূমিকায় :

দীপ্তি রায়, রাজা মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, জীবেন বসু, অনুভা গুপ্তা, মঞ্জু দে, পদ্মা দেবী, শম্ভু মিত্র, সুনীল রায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহন ঘোষাল।

পরিবেশক : নন্দন পিক্‌চার্স লিঃ

৮৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শিব শক্তি

পুরাকালে দৈত্যরাজ তারকাসুর ব্রহ্মার বরে সমস্ত দেবতার অবধ্য হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করেন।

হৃতস্বর্গ সমস্ত দেবতা বায়ুলোকে আত্মগোপন করিয়া থাকেন এবং দেবর্ষি নারদের প্ররোচনায় ব্রহ্মার নিকট আসিয়া স্তব সুরু করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া কমলযোনি ব্রহ্মা দেবতাবৃন্দকে আশ্বাস দেন যে যদিও তারকাসুর সমস্ত দেবতার অবধ্য কিন্তু সে অমর নহে। তাহাকে বধ করিবার জন্য নতুন দেবতার প্রয়োজন। ব্রহ্মা আরও নির্দেশ দেন যে নতুন দেবতার জন্মদান করা সম্ভব একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বারা........এবং তিনি সতীহারা হইয়া কল্পকল্পান্ত কাল ধরিয়া যদিও মহাযোগে নিমগ্ন......................তথাপি শঙ্কার কারণ নাই.............সতী পার্বতীর রূপ ধারন করিয়া গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনিই ভাঙ্গিবেন যোগীশ্বরের সমাধি........ ।

দেবতাদের মনে জাগে আশা, তাহারা বারম্বার প্রার্থনা করে দেবর্ষি নারদকে তিনি যেন হর-পার্বতী মিলনের যোগসূত্র রচনা করেন।

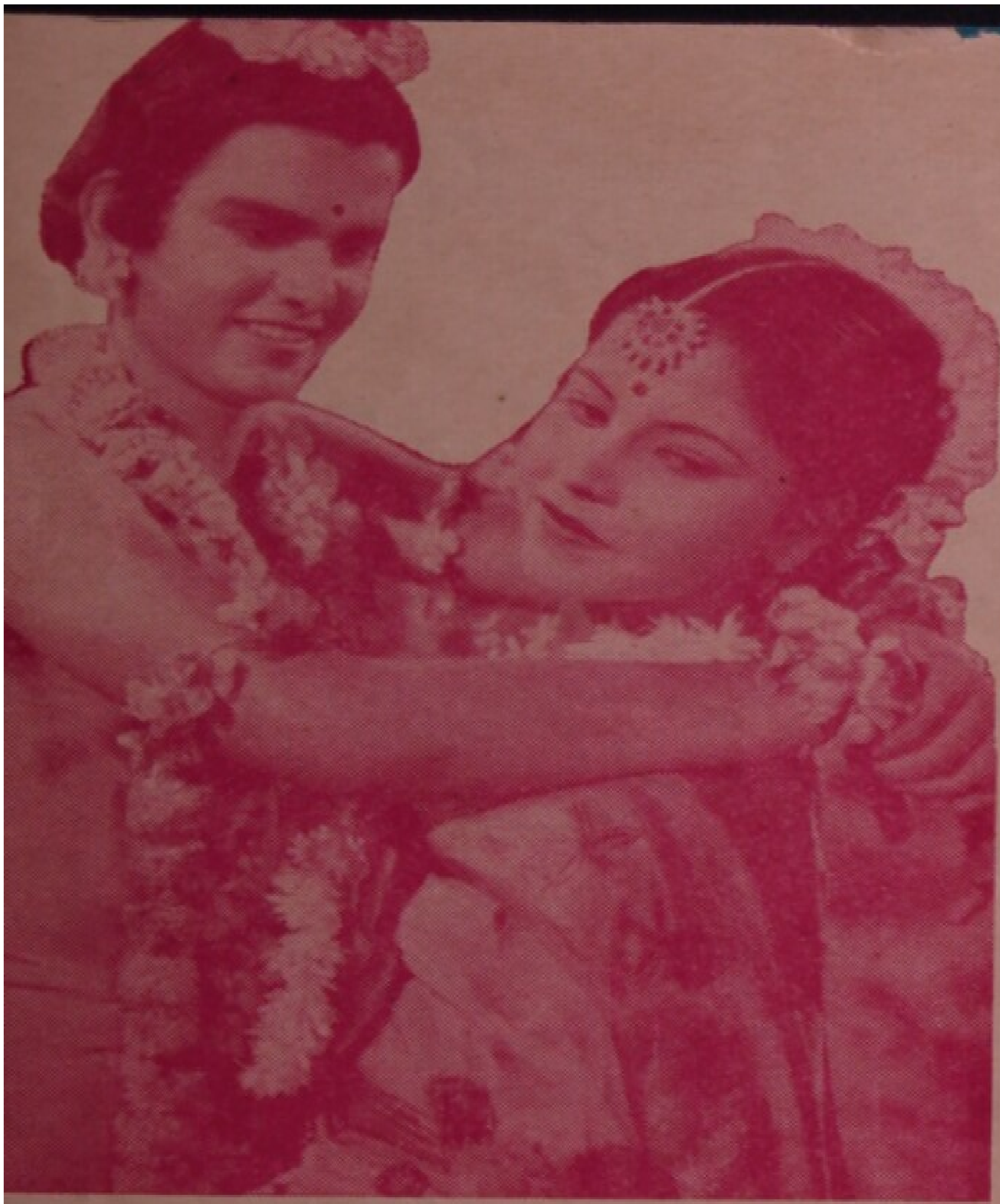

হিম…
সমা…
তাকে …
রাজ হি … ং
আপন এ… া
স্নেহের পুত্ত… ীর
বিবাহের জন্য … তম
পাত্রের সন্ধান জানিতে চান। নারদ বলেন পার্বতীর যোগ্যতম পাত্র দেবাদিদেব মহাদেব। পার্বতী শুধু মানবী নন তিনি আদ্যাশক্তি এবং তিনিই দক্ষসুতা সতী নব-কলেবরে নতুন জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছেন একমাত্র শিব-বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া........ সুতরাং শিব ব্যতীত পার্বতীর দ্বিতীয় স্বামী হইতেই পারে না। শঙ্কিত হন স্থানুসেবক গিরিরাজ হিমালয় কেবলমাত্র ঘরণী মেনকার কথা চিন্তা করিয়া। পার্বতী যে পাগল ভোলানাথের সহিত ঘর করিতে পারে মেনকা একথা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন না........সুতরাং গিরিরাজ নারদকে মিনতি করেন যেন দেবর্ষির পরিকল্পনা মেনকার কর্ণগোচর না হয়।

কিন্তু দেবর্ষি সকল শঙ্কার নিরসন করিয়া পার্বতীর রূপান্তর সাধন করেন এবং মহামায়া শিব-বিরহে অধীরা হইয়া কৈলাসে যোগমগ্ন শিবের তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়........কিন্তু সেই রুদ্ধবাক্........নিমীলিতনেত্র, স্থানুবৎ অচল শিব-শরীরে আসে না এতটুকুও প্রাণের প্রবাহ........জাগেনা লেশমাত্র চৈতন্যের সাড়া।

দেবতারা অধিকতর শঙ্কিত হইয়া উঠেন........এবং নারদের পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে কামদেব মদনকে নিয়োজিত করেন ফুলশরের আঘাতে জাগাইতে শিব-শরীরে সৃজন কামনা।

মদনের ফুলশর অমোঘ..............................সে আঘাতে দেবাদিদেব চোখ মেলিয়া তাকান বটে কিন্তু সে নিমেষমাত্র........................সমাধিভঙ্গে ক্রোধান্বিত

ওঠে তৃতীয় নয়ন..................সে অগ্নিতে ভস্মীভূত হন
...শিব আবার ধ্যানস্থ হন.........পার্বতী আকুল আগ্রহে কাঁদিয়া
.........মহেশ্বর......... কিন্তু মহেশ্বর বলেন 'ঘরে ফিরে যাও
অসম্ভবে কোরনা প্রার্থনা।

জ্ঞান-বিরহিতা পার্বতী করিয়া চলেন একাগ্রচিত্তে মহেশ্বরের
...... এবং একদিন ধরা দেন শঙ্কর, পার্বতীর তপস্যায়.........এবং
বিবাহের রাঙা চেলী পরিয়া ঘরে আনেন মহামায়াকে.........
সে বসে আনন্দের মেলা।

কিন্তু কিছুদিনের ভিতরেই বিষয়ে বিরাগী.............সংসারানভিজ্ঞ মহাদেব নন্দী ভৃঙ্গী ভূত প্রেত প্রমথের দল লইয়া নেশা-ভাঙ্গে মাতিয়া ওঠেন.............সংসারে হয় অন্নের অভাব।

একেই তারকাসুরের অত্যাচারে আর দেবাসুর সংগ্রামে ত্রিভুবন বিধ্বস্ত তাহার উপর শিব-নিষ্ক্রিয় হইলে সৃষ্টি রসাতলে যায়.............দেবতারা প্রমাদ গণিলেন এবং নারদের শরণাপন্ন হইলেন।

নারদের পরামর্শে মহাশক্তি পার্বতী শিবকে কৌশলে ভিক্ষা আনিবার ছল করিয়া গৃহত্যাগী করিলেন.........এবং স্বয়ং ত্রিভুবনের সমস্ত অন্ন আপনার যোগমায়ায় সংহরণ করিলেন.........ভিখারী শিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিলেন......... কিন্তু ভিক্ষা দেওয়া দূরের কথা.........কেহ হাসিল......... কেহ রাগিল.........কেহ বলিল পাগল নাকি.........দুর্ভিক্ষে ত্রিভুবন অন্নহীন তাহাও কি জানোনা.........ক্ষুধার জ্বালায় জাগিল শিবদেহে দিব্য চেতনা.........শিব চীৎকার করিয়া উঠিলেন.........দেবি.......দেবি.........একি হোল যেখানেই যাই.........অন্ন নাই অন্নই কি তবে প্রাণ.....অন্নই কি তবে আয়ু?

শিবের প্রসারিত করে.....বিশ্বজননী মহাশক্তি পার্বতী তুলিয়া দিলেন ধান্য মুষ্টি..... ....তারপর.........

নারদের গান :

হরি নারায়ণ হরি নারায়ণ !
দীনতারণ পতিত পাবন
বল বল মন
হরি নারায়ণ
সম্বল নাম যার
সেই হয় ভবপার
নাম ছাড়া আর গতি নাই
মধুসূদন
মধুসূদন !

কথা : সৌম্যেন সান্যাল

পার্ব্বতীর গান :

জাগো জাগো যোগবিহারী
জাগো শঙ্কর গৌরী-মনোহর
জাগো জাগো ত্রিশূলধারী !
ডাকে ত্রিভুবন জাগো মহেশ্বর
পূর্ণ কর প্রভু উমার অন্তর
অসুর নাশন জাগো হে ভীষণ
দেবতা মানব চরণে ভিখারী !
কাঁদে কৈলাসে ভক্তযুগল
ফুলে ফুলে কাঁদে অরণ্য
কাঁদে নির্ঝর কাঁদে হিমগিরি
কতকাল রবে বিষণ্ন !
বাঁধো জটাজুট জাগো নিরালা
কণ্ঠ পরে ধরো নাগের মালা
জাগো রাজেশ্বর কাঁদে রাজবালা
জীবনে জাগো হে গহনচারী !

কথা : সৌম্যেন সান্যাল

...নারে

...ধ্যানে বিহারে !

...মোহন সতীশোক মগ্ন

...আজি এলো তাই জাগরণী লগ্ন

যো... ...নী আসে যোগেশ্বর পাশে

পার্ব্বতী-রূপা সতী বন্দে তাহারে

রাজনন্দিনী চলে চরণকমলতলে

কত কণ্টকদলে মানে না মানা

চলে হর মনোরমা আদি জননী অমা

চলে ভৈরবী ভীমা কোথা ঠিকানা

ঘনঘোর ঝঞ্ঝার গহন আঁধারে

চলে ঐ বিরহিনী শিব প্রিয়া

আকাশে বাতাসে দীপকে মল্লারে

তারই আগমনী যায় ধ্বনিয়া

হিমজলে কাতর কোমল অঙ্গ

তবু চলে শঙ্করী পেতে শিব সঙ্গ

ও রাঙা চরণ দুটি

ফুল হ'য়ে ওঠে ফুটি

বাসর সাজায় সতী তুষারের দ্বারে

কথা : সৌমেন সান্যাল

পরবর্ত্তী আকর্ষণ!

1-10-54

সানরাইজ পিক্‌চার্সের

★★★ যদুভট্ট ★★★

পরিচালনা ঃ
নীরেন লাহিড়ী

সঙ্গীত ঃ
জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

—ঃ ভূমিকায় ঃ—

অনুভা গুপ্তা, বসন্ত চৌধুরী, প্রশান্ত কুমার, ছবি বিশ্বাস
অজিত প্রকাশ, যমুনা সিংহ, রাণী ব্যানার্জ্জী
নীতিশ মুখার্জ্জী, সমর কুমার এবং
আরও অনেকে।

• • •

বি, এন, সরকার প্রোডাকসনের

সাহেব–বিবি–গোলাম

পরিচালনা ঃ কার্ত্তিক চ্যাটার্জ্জী

• • •

পরিবেশক ঃ

নন্দন পিক্‌চার্স লিঃ

পরিবেশক ঃ নন্দন পিক্‌চার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীদেব কুমার বসু কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।